দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 23-DEC-2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা

একবিংশ শতাব্দীতে আমরা পদার্পণ করেছি। একবিংশ শতাব্দী প্রযুক্তির যুগ, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলেও, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় হচ্ছে কম্পিউটার। সারা বিশ্বে যে তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ কিংবা দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যাপক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুস্বীকার্য। আর এই লক্ষে সরকারও এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ব্যাপক সম্ভাবনাময় এই সেক্টরকে শুধুমাত্র সঠিকভাবে কাজে না লাগানো, অদক্ষতা আর অব্যবস্থাপনার দরুন দারুণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে আছে। এ প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষার কথাই ধরা যাক– সরকার কম্পিউটারকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে কম্পিউটার শিক্ষা নামে নতুন একটি বিষয় চালু করেছে। এবং বর্তমান সরকার সকল মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটারের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। তাতে প্রায় ৩০,০০০ জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সরকারী কলেজগুলোতে ১৯৯৮ সাল থেকে কম্পিউটার শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালু করেছে। এ জন্য সরকারী কলেজের দুইজন শিক্ষককে নট্রামস থেকে ৩ মাসের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এক জন করে শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে চাওয়া হয় মাস্টার্স ডিগ্রী এবং নট্রামস অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ডিপ্লোমা। আর ঝামেলাটা এখানেই। এমনিতেই নট্রামসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং অনিয়ম, কারিকুলাম, সিলেবাস, শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। আর তাই এপ্রিল মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সিদ্ধান্তক্রমে নট্রামসের সকল অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা দেয়। এর পরেও এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে দিব্যি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে এমপিওভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিয়োগের ব্যাপারে দলীয়করণ, কমিটিসহ প্রতিষ্ঠান প্রশাসনের সাথে চলে দরকষাকষি। যার কারণে যোগ্যতা ঢাকা পড়ে যায়। সেখানে এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশাসন, স্কুল কর্তৃপক্ষ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী লোক সবাই মিলে সুষ্ঠু এবং সদুপায়ে পরীক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না। সেখানে টাকার বিনিময়ে অনুমোদন পাওয়া (কারণ প্রতিষ্ঠান চালানের জন্যও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকা দরকার এবং অন্যান্য যে শর্ত থাকা দরকার তার কোনটি নেই) এক ব্যক্তির উপর অনুমোদন দিয়ে, সার্টিফিকেট দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বনে যাওয়ার সুযোগ যথার্থই রটে। এবং এইসব শিক্ষক কি প্রযুক্তির উন্নয়ন করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল বেসরকারী স্কুল/কলেজগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হলেও তার যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশমালা দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে কলেজের জন্য মাস্টার্স এবং নট্রামস অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা। কিন্তু নট্রামস অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান দূরে থাক স্বয়ং নট্রামসই বর্তমান সিলেবাসের ১০ ভাগও পড়ায় না। একজন লোক স্নাতক পাস করে নট্রামস থেকে সার্টিফিকেট কিনে শিক্ষক হয়ে গেলেই স্কুল অথবা কলেজে পাঠদান সম্ভব নয়। তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যেখানে একজন শিক্ষকের পাটদানের শর্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স পাস এবং স্কুলের জন্য স্নাতকসহ বিএড সেখানে ঐ একই পড়া একই নম্বরের জন্য কিভাবে এইসব আনাড়ী শিক্ষক দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ানো যাবে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন। কম্পিউটারের টাইপ জানা আর মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান এক কথা নয়, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল অনেক শিক্ষক এই টাইপও জানেন না। ১৯৯৮ সালে আমি পরিসংখ্যানের ছাত্র হয়ে সরকারী স্কুলে গণিত বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার জন্য আবেদন জানালে, তৎকালীন উপ-পরিচালক আমার ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করেন নাই এ জন্য যে আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নই। অথচ সকলেই জানেন গণিত এবং পরিসংখ্যানের সাথে মিলের কথা। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার বিষয় যথাযথ পাঠদান করতে পারেন এই সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ হয় কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের ব্যাপার, অন্তত ঃ মফস্বলের শিক্ষকদের বেলায় এ কথা ১০০ ভাগ প্রযোজ্য যখন মাধ্যমিক পর্যায়ে উচ্চতর গণিত সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের একজন শিক্ষক যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন এই জন্য যে এই সিলেবাস পড়ানোর মত শিক্ষক আমাদের যথেষ্ট তো নয়ই, বরং নাই বললেই চলে। যার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা দেখতে পাই যে উচ্চতর গণিতের ছাত্র মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কারণ তারা যথাযথ যোগ্যতার না হওয়ার কারণে যথাযথ পাঠদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এই প্রতিবেদকের জানা মতে অনেক শিক্ষক আছেন যারা কম্পিউটার ভালভাবে খুলতেই পারেন না। এবং যারা শিক্ষা জীবনে কেউ সাধারণ ইতিহাস বা ইসলামের ইতিহাস এর ছাত্র। আমি সাধারণ ইতিহাস বা ই.ইতিহাসের ছাত্রদের কোন রকম হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি যে ডাক্তার যত ভাল হউক না কেন সে যেমন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করতে পারেন না, তেমনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছাত্র না হলে তার ঠিক তেমন অবস্থান হবে। যদি অবস্থা এ ভাবে চলতে থাকে তবে এই সেক্টর, বিশেষ করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটারের বারোটা বাজতে বেশী সময় লাগবে না। কম্পিউটার যেহেতু বিজ্ঞান বিভাগের পড়া সেহেতু এটা পাঠদানের জন্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের দেয়েই পড়ানো উচিৎ। সবাই এই বিষয় জানতে বা পড়তে পারবে কিন্তু পাঠদানের ব্যাপারে বিজ্ঞানের ছাত্রদের দিয়ে কি উচিৎ নয় এবং এই দুর্নীতিটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেই বেশী হচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে যেখানে মানুষ বিজ্ঞানের জয়জয়কারে পুলকিত সেখানে কম্পিউটারের মত একটি গুরত্বপূর্ণ সেক্টরে শুধু মাত্র অযোগ্য, অব্যবস্থাপনার জন্য ভেস্তে যাবে তা মোটেও কারও কাম্য নয়।

সম্প্রতি মৎস বিজ্ঞানের বিসিএস ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়ার জন্য সামুদ্রিক বিজ্ঞানের ছাত্ররা এবং প্রাণী বিজ্ঞানের ছাত্ররা আন্দোলন করে যাচ্ছে কারণ তাদের শিক্ষাদানের সকল বিষয় প্রায় একই, তারপরেও তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের সাথে উদ্ভিদ বিদ্যার অনেক মিল থাকাসত্ত্বেও বিসিএস কৃষি ক্যাডারে উদ্ভিদ বিদ্যাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। কৃষি, অর্থনীতি এবং সাধারণ অর্থনীতির প্রায় সকল সিলেবাস একই হওয়াসত্ত্বেও তাদের একসাথে প্রতিযোগিতার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। সেখানে কম্পিউটারের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে কোন বিষয়ে ছাত্রদের কথিত সার্টিফিকেট দিয়ে নিয়োগ দেয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা আমাদের বোধগম্য নয়। এবার সিলেবাসের কথা একটু ধরা যাক কম্পিউটার শিক্ষা প্রথমপত্রে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে সংখ্যা পদ্ধতির কথা। এরপরে ডিজিটাল লজিকের মত কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানের কথা। এরপরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, তাদের ধারন ক্ষমতা এবং গাণিতিক প্রোগ্রামিং-এর মত বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যক্তি কখনো গণিত দেখেনি সেই কিনা গণিতের শিক্ষক! হায় বিচিত্র এই দেশ! এ জন্য সরকারের তথা জাতির যে ক্ষতি হচ্ছে তা হল।

১। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না।

২। সার্টিফিকেট বিক্রিয় ব্যবসা ভাল হচ্ছে।

৩। স্কুল /কলেজগুলোতে এই একটি বিষয় খুলে টাকার খেলা চলছে পুরোদমে। আর সরকার ১১০০ কলেজ এবং এক লক্ষ স্কুলে এক জন করেও শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে কোটি কোটি টাকার লোকসান গুণতে হচ্ছে।

৪। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরান সর্দার-এর মত ছাত্র থাক বা না থাক স্টাফিং প্যাটানে আছে এই সুযোগ আর সরকারের উন্নয়নের দুর্বলতার কারণে অসাধু ব্যক্তিদের স্বার্থ হাসিল।

৫। যথাযথ পাঠদানের অভাবে ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা না পাওয়া।

কম্পিউটার শিক্ষা পড়ার জন্য বুয়েট কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের সুযোগ থাকলেও শিক্ষক নিয়োগের বেলায় তা কার্যকর হচ্ছে না।

❑ মাহমুদ হোসাইন শামীম